...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা-২
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.০৪৩.২১.১৭৬

তারিখ: ৭ পৌষ ১৪২৮
২২ ডিসেম্বর ২০২১

বিষয়: **বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলাধীন করুনা বালিকা দাখিল মাদ্রাসাটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গত ২০.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখে সম্পন্ন হওয়া পরিদর্শন প্রতিবেদনের (মাদ্রাসা কর্তৃক প্রণীত ব্রডশীট জবাব এবং মাদ্রাসা অধিদপ্তর কর্তৃক সুপারিশকৃত) উপর অনুসরণীয় নির্দেশনা।**

সূত্র: (১) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৫৭.২৫.০০০০.০১০.৪৪.০২১.২১-৯০০; তারিখ: ২২.০৮.২০২১ খ্রি.
(২) জেলা শিক্ষা অফিসার, বরগুনা'র স্মারক নং-৩৭.০২.০৪০০.০০০.০২.০০.০০১-১৯/৪৫৬; তারিখ: ১৪.০৭.২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রোস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলাধীন করুনা বালিকা দাখিল মাদ্রাসাটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক গত ২০.০৩.২০১৮ খ্রি. তারিখে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা হয়। পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের প্রেক্ষিতে ব্রডশিটে সুপারের জবাব ও জেলা শিক্ষা অফিসারের মতামতের উপর মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর এর মন্তব্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাব আলোচনা ও পর্যালোচনা করে মহাপরিচালকের মন্তব্য অনুযায়ী টিএমইডি'র প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

বিএসআর ক্রমিক নং	ব্রডশিট জবাবের আলোকে উক্ত বিষয়ে টিএমইডি'র নির্দেশনা/মন্তব্য
১.	প্রশাসনিক মন্তব্য ও সুপারিশ:
১(গ)	স্বীকৃতি: প্রতিষ্ঠানটি ০১.০১.১৯৯৩ তারিখ হতে দাখিল স্বীকৃতি লাভ করে। স্বীকৃতি হালনাগাদ নবায়ন রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো। পরবর্তী অডিটে এ প্রতিফলন থাকতে হবে।
১(ঘ)	ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত তথ্য: বর্তমান মেয়াদের মধ্যে পরবর্তী নিয়মিত ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।
১(চ)	স্টক টেকিং সংক্রান্ত তথ্য: স্টক টেকিং চালু নেই। প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির স্টক টেকিং ব্যবস্থা চালু রাখতে এবং স্টক টেকিং প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদনপূর্বক স্টক রেজিস্ট্রার সংরক্ষণের জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।
১(ছ)	রেজিস্ট্রার: ফাইল রেজিস্ট্রার, চাঁদা আদায়ের রশিদ বহির রেজিস্ট্রার, ডিমান্ড ও রিসিপ্ট রেজিষ্ট্রার, সাবসিডিয়ারি রেজিষ্ট্রারসহ ব্যবহৃত রেজিস্ট্রারসমূহ যথাযথ ব্যবহার করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো।
১(ট)	স্ট্যাফিং প্যাটান সংক্রান্ত: ২৪.১০.১৯৯৫ ও ০৪.০২.২০১০ এ জারিকৃত জনবল কাঠামো অনুযায়ী দাখিল স্তরে জুনিয়র শিক্ষকের কোন পদ নেই। বর্তমানে জনাব মোঃ আঃ জলিল (ইনডেক্স নং-৩৬৪৫৬৪) ০৮.১০.১৯৮৬ হতে জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ২৪.১০.১৯৯৫ ও ০৪.০২.২০১০ তারিখে জারিকৃত জনবল কাঠামো জারীর পূর্বে নিয়োগ ও এমপিওভূক্ত বিধায় উদ্বৃত্ত শিক্ষক হিসেবে কর্মরত থেকে সরকারি বেতন-ভাতা পেতে থাকবেন। কোন কারণে উক্ত পদ শূন্য হলে তদস্থলে কোন জুনিয়র শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাবে না।
২(ক)	জমি সংক্রান্ত: প্রতিষ্ঠানটির জমির পরিমাণ ১.০০ একর। জমি প্রতিষ্ঠানের নামে খারিজ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের কাম্য জমি আছে। জমির খাজনা হালসন নাগাদ পরিশোধ করে খাজনার রশিদ সংরক্ষণ করতে হবে।
২(খ)	গৃহকক্ষ সংক্রান্ত: প্রতিষ্ঠানটিতে ০৩টি গৃহে মোট কক্ষের সংখ্যা ১৩টি। প্রতিষ্ঠানে ০২টি নলকূপ ও ০২টি শৌচাগার রয়েছে। ভৌত অবকাঠামো সন্তোষজনক নয়। অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে।

২(গ)	আসবাবপত্রসংক্রান্ত: বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র রয়েছে। শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রতি বছর স্টক টেকিং কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আধুনিক আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩(ক)	একাডেমিক মন্তব্য ও সুপারিশ: *শিক্ষার্থী সংখ্যা ও মন্তব্য:* বর্তমান শিক্ষাবর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪০০ জন। পরিদর্শনকালে ২৫৪ জন উপস্থিত ছিল। প্রতিষ্ঠানটিতে কাম্য শিক্ষার্থী আছে। শ্রেণি কক্ষে উপস্থিত শতভাগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষককে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।
৩(খ)	ঝরে পড়ার কারণ চিহ্নিত করে ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনার জন্য নির্দেশনাপূর্বক গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণ করার সুপারকে নির্দেশনা দেয়া হলো।
৩(গ)	একাডেমিক সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: একাডেমিক উন্নয়নের জন্য নিম্নেবর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যকে অনুরোধ করা হলো। ১. পাঠদানে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। (২) শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দিয়ে তা যথাসময়ে আদায় করতে হবে। (৩) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। (৪) শ্রেণির অপেক্ষাকৃত দূর্বল অমনোযোগী শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদের বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণ করার নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। (৫) প্রতিটি শ্রেণিতে মাসিক টিউটোরিয়াল পরীক্ষা চালু করতে হবে। (৬) Participatory Method চালু করতে হবে। (৭) বার্ষিক অভিভাবক সভা করে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া এবং উপস্থিতি সম্পর্কে অভিভাবকদেরকে অবহিত করতে হবে। (৮) প্রতিষ্ঠানের লেখা-পড়ার মান উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা কমিটি ও শিক্ষকমন্ডলীর যৌথভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (৯) ইংরেজি ভাষা ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং (১০) শ্রেণিকক্ষে পাঠদান যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
৩(গ)১	অভ্যন্তরীন পরীক্ষা ফলাফল: অভ্যন্তরীন পরীক্ষার ফলাফল মান সন্তোষজনক। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল গুনগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণ করার সুপারকে নির্দেশনা দেয়া হলো।
৩(গ)২	বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল: বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলের মান উন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
৩(গ)৩	জেডিসি পরীক্ষার ফলাফল: জেডিসি পরীক্ষায় ফলাফল সন্তোষজনক। জেডিসি পরীক্ষার ফলাফলের মান উন্নত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।
৩(গ)৪	বৃত্তি পরীক্ষা: বিগত তিন বছরে ১১ জন পরীক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে। প্রতি বছর অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে জেডিসি পরীক্ষার্থীদেরকে বিশেষ পাঠদান করতে হবে।
৩(ঙ)	পাঠাগার সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: পাঠাগারের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো এবং বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতিকে অনুরোধ করা হলো: (ক). পাঠাগারের জন্য কাম্য সংখ্যক পুস্তক সংগ্রহ করা। (খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নামে নিয়মিত পুস্তক ইস্যু করা। (গ) পাঠাগারে পুস্তক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। (ঘ) পাঠাগারে পাঠ সহায়ক ম্যাগাজিন/পত্রিকা রাখা। (ঙ) পাঠাগারে ছাত্রীদের পাঠ সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।
৩(চ)	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত তথ্য: প্রতিষ্ঠানটিতে দাখিল স্তরে বিজ্ঞান বিভাগ চালু আছে। বিজ্ঞান বিভাগে পর্যাপ্ত পরিমাণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়/সংগ্রহ করতে হবে।
৩(ছ)	সহপাঠ কার্যক্রম: পরিস্কার পরিছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপন, সামাজিক উন্নয়ন/সচেতনতা বৃদ্ধি, কুইজ, বিতর্ক, ক্রীড়াম্যাগাজিন, দেয়ালিকা প্রকাশ, জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় পালন করাসহ সহপাঠ কার্যক্রম আরো গতিশীল করে তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
৪(ক)	আয়-ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয়-ব্যয় পরিচালনা করা হয়না। পরবর্তীতে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে আয়-ব্যয় পরিচালনা করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া হলো। ক. প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের স্থাবর/অবস্থাবর সম্পত্তির ষ্টক টেকিং ব্যবস্থা চালু রাখতে এবং স্টক টেকিং প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন পূর্বক স্টক রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করতে হবে। (খ)সকল আয়-ব্যয় ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। (গ) প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর তিন সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন করে প্রতিবেদন অনুমোদনপূর্বক সংরক্ষণ করতে এবং পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষককে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। (ঘ) প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক বাজেন প্রণয়ন করতে হবে। (ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রাজস্ব স্ট্যাম্প ব্যবহার করতে হবে। (চ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর ও ভ্যাট প্রদান করতে হবে। (ছ) প্রতিটি লেনদেন কলামনার ক্যাশবহিতে যথানিয়মে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। (জ) ক্রয় কমিটি গঠন করে ক্রয় কমিটির মাধ্যমে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করতে হবে। (ঝ) প্রতিষ্ঠানের যে কোন আদায় রশিদের মাধ্যমে ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

৪(খ)৩	ভবিষ্য তহবিল: ভবিষ্য তহবিল চালু নেই। শিক্ষক-কর্মচারীদের নামে পৃথক ব্যাংক হিসাব নম্বরে ভবিষ্যৎ তহবিল চালু করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো এবং এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার প্রমাণক টিএমইডিতে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য সুপারকে নির্দেশনা দেয়া হলো।
৫(ক)	বিগত পরিদর্শন: (১) বিগত ১১.১২.২০০৩ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ১৩(খ) এ সমূদয় জমি খারিজের সুপারিশ অবাস্তবায়িত। (ঙ) অনুচ্ছেদে জনাব রাশিদা আক্তার (১৬.০১.২০০০) এর যোগদানকালে বিপিএড না থাকায় নিয়োগ অবৈধ ছিল। তিনি ২০০২ সালে বিপিএড প্রশিক্ষণ করেন। ফলে তাঁর কর্তৃক ৯৮৫৫০/- টাকা ফেরতের সুপারিশ ছিল। সে প্রেক্ষিতে নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) জনাব রাশিদা আক্তারকে সরকারি নিয়োগ বিধি মোতাবেক শর্ত সাপেক্ষে নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং তিনি ১৬.১০.২০০০ খ্রি. তারিখ অত্র মাদ্রাসায় যোগদান করে। উক্ত শিক্ষিকা সরকারি বেতন-ভাতাদির অংশ প্রদানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এ দাখিলপূর্বক উক্ত শিক্ষিকার নামে ২৫৫০/- টাকা স্কেলে সরকারি বেতন-ভাতাদির অংশ প্রদানসহ ইনডেক্স নং (ইনডেক্স নং-৪৭০৯১২) দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে বিপিএড পাশ করে উক্ত শিক্ষিকা গত ০১.০৫.২০০০ খ্রি. তারিখ হতে অদ্য পর্যন্ত সরকারি বেতন-ভাতাদির অংশ ২৫৫০/- টাকা হিসেবে বৈধভাবে উত্তোলন করছেন যা সরকারি কোষাগারে ফেরৎযোগ্য নয়। এ লক্ষ্যে মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সহকারী শিক্ষক (শরীর চর্চা) জনাব রাশিদা আক্তারকে জনবল কাঠামো ২০১৮ (২৩.১১.২০ এর ২৭ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আপত্তি হতে অব্যাহতি দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে তাঁকে (জনাব রাশিদা আক্তারক, সহকারী শিক্ষক [শরীর চর্চা]) উক্ত আপত্তি হতে অব্যাহতি দেয়া হলো। (২) বিগত ১১.১২.২০০৩ খ্রি. তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনের ১৩ (ঠ) সহকারী সুপার জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক অতিরিক্ত গৃহীত ১৪,৭০৪/- টাকা ফেরতের সুপারিশ থাকায় উক্ত টাকা সোনালী ব্যাংকের, বেতাগী, বরুগনা শাখায় গত ০৫.১১.১৯ খ্রি. চালানের মাধ্যমে ফেরত প্রদান করা হয়েছে বিধায় তাঁকে (জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সহকারী সুপার) এ আপত্তি হতে অব্যাহতি দেয়া হলো।
৫(গ)	ইভটিজিং: ইভটিজিং একটি মারাত্মক সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি। শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের মধ্যে ইভটিজিং এর কুফল সর্ম্পকে সম্যক ধারণা ও সচেতনা সৃষ্টি এবং এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।
৫(ঘ)	জঙ্গিবাদ ও মানব পাচার: জঙ্গীবাদ, মানব পাচার, মাদকাশক্তি ইত্যাদি অনৈতিক কার্যকলাপ এর কুফল সর্ম্পকে শিক্ষার্থীদের সচেতনা বৃদ্ধিসহ প্রতিরোধের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী, কমিটির সদস্য এবং অভিভাবকগণকে সমন্বিত ভূমিকা পালন করতে হবে।
৫(ঙ)	অনুপস্থিত শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য ও মন্তব্য: ভবিষ্যতে যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া কোন শিক্ষার্থী ১০ দিনের বেশি অনুপস্থিত থাকলে তা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার/জেলা শিক্ষা অফিসারকে লিখিতভাবে অবহিত করার জন্য সুপারকে নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।

০২. বর্ণিতাবস্থায়, উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় একাডেমিক ও আর্থিক বিধি-বিধান সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে প্রমাণকসহ BSR আগামী ২০.০১.২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে টিএমইডিতে (মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মাধ্যমে) প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মহোদয়কে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো; এবং

০৩. একই সাথে ব্রডশীট জবাবের অনুচ্ছেদ-১ এর ক্রমিক ১-(ক), (খ), (ঙ), (জ), (ঝ-১), (ঝ-২), (ঞ), (ঠ), (ড), (ঢ), ৪(খ-১), ৪(খ-২), ও ৫(খ) -এর বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকায় আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হলো।

২২-১২-২০২১
নূরজাহান বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫২৭২

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ গার্লস গাইড
এসোসিয়েশন গাইড হাউজ, ৭ম ও ১০ম তলা, নিউ বেইলী
রোড, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.১৪২.১৬.০৪৩.২১.১৭৬/১

তারিখ: ৭ পৌষ ১৪২৮
২২ ডিসেম্বর ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২) সিষ্টেম এনালিষ্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, (পত্রটি ওয়েবসাইডে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩) অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) -এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৪) অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) -এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫) যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) -এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৬) উপসচিব (অডিট ও আইন) -এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭) পরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ১৬ আঃ গণি রোড, ঢাকা-১০০০ (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৮) সুপার/ব্যবস্থাপনা কমিটি, করুনা বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, বেতাগী, বরগুনা।

৯) অফিস, কপি।

২২-১২-২০২১
নূরজাহান বেগম
সিনিয়র সহকারী সচিব